ইত্তেফাক

তারিখ ৭/১২/৮২
পৃষ্ঠা

প্রকৌশল ও প্রযুক্তির শিক্ষা কর্মসূচী ব্যাহত হইতেছে

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

কর্তৃপক্ষের অবহেলা, শিক্ষক সমস্যা ও প্রকৌশল শিক্ষা ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাবে দেশে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষা কর্মসূচী দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। সারা শিক্ষা বর্ষ জুড়িয়া অচলাবস্থা বিরাজ করায় রাজধানীর বাহিরের তিনটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে প্রকৌশলী শিক্ষকের সংখ্যা কমিতে কমিতে বর্তমানে প্রয়োজনের এক-চতুর্থাংশে আসিয়া ঠেকিয়াছে। কারিগরি শিক্ষা পরিদফতর ও অন্যান্য মহলের বিতর্কিত নিয়ন্ত্রণ বিধি, সামঞ্জস্যহীন বেতন কাঠামো ও উচ্চশিক্ষার সুযোগের অপ্রতুলতার কারণে অসন্তুষ্ট প্রকৌশলী শিক্ষকগণ শিক্ষকতার পেশা ছাড়িয়া অন্য পেশায় ঝুঁকিতেছেন এবং ইতিমধ্যে বহু শিক্ষক চাকুরী ছাড়িয়া মধ্যপ্রাচ্যে চলিয়া গিয়াছেন।

আবাসিক সমস্যা না থাকিলেও রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাঠাগারে প্রয়োজনীয় বই এবং গবেষণাগার ও ওয়ার্কশপে যন্ত্রপাতির অভাব পদে পদে ভোগ করিতে হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ক্লাসে গিয়া শিক্ষক না পাইয়া ছাত্র-ছাত্রীরা হতাশ হইয়া পড়েন। পহেলা ফেব্রুয়ারী হইতে শিক্ষকগণ ধর্মঘটে যাওয়ায় তাঁহাদের শিক্ষাজীবনের অনিশ্চয়তা আরও ঘনীভূত হইয়াছে এবং এই পরিস্থিতিতে চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির ঘোষণাও শিকায় উঠিয়াছে।

১৯৮১ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি ৩টি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের সদুদয় বিষয়ের উপর মাসব্যাপী অনুসন্ধান চালাইয়া সরকারের নিকট যে সুপারিশ পেশ করিয়াছিল, আজ পর্যন্ত উহা বাস্তবায়িত হয় নাই। গত বছরের প্রথম দিকে প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ৮-দফা দাবী লইয়া আন্দোলনে নামিলে এক পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা পরিচালক ও ছাত্র প্রতিনিধিদের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় উহারও পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ গৃহীত হয় নাই।

ডঃ ওয়াহিদউদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়গুলির সার্বিক সঙ্কট নিরসনের জন্য ঐগুলিকে স্বায়ত্তশাসিত ইন্সটিটিউটে রূপদানের যে সুপারিশ উচ্চতর মহলে পেশ করিয়াছিলেন উহার প্রতি তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। পরে তিনি অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট থাকাকালে বিষয়টি মন্ত্রী পরিষদে আলোচিত ও অনুমোদিত হয় বলিয়া একটি সূত্র জানায়। পরে কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফ হইতে আপত্তি উঠায় সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের কাজ আর আগায় নাই।

একাডেমিক নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়া রাজশাহী ও খুলনা প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায়, আবার ঢাকাসহ ৪টি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ই কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তরের অধীনে রহিয়াছে। ভারতীয় প্রযুক্তি ইন্সটিটিউটের (আইআইটি) ন্যায় বাংলাদেশে একটি প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট (বি,আই,টি) স্থাপনের জন্য প্রকৌশলিগণ দীর্ঘদিন যাবৎ দাবী করিয়া আসিতেছেন। জানা গিয়াছে, অতি সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কেহ কেহ বিষয়টির সপক্ষে চিন্তাভাবনা শুরু করিয়াছেন। শ্রীলংকায়ও বর্তমানে প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হইয়াছে।

প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়গুলিকে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে আনার সম্ভাবনা আছে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ ওয়াহিদউদ্দিন বলেন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে আনিলেই কলেজগুলির জটিল সমস্যার সমাধান হইবে না। প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে সরকারের সুস্পষ্ট কর্মপন্থাই আসল কথা বলিয়া তিনি জানান।